উপজেলা কৃষি ও সেচ কমিটির দ্বিমাসিক সভা ।

সভাপতি ঃ জনাব নিতাই গাইন,ভাইস চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ,বটিয়াঘাটা,খুলনা।
তারিখ ঃ ০৩/০৩/২২ খ্রিঃ।
সময় ঃ বেলা- ১১.০০ টা।
স্থান ঃ উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানের কার্যালয়।

উপস্থিত সদস্য বৃন্দ ঃ
১। ভাইস চেয়ারম্যান(মহিলা),উপজেলা পরিষদ - (সদস্য)
২। চেয়ারম্যান ৩নং গংগারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ - (সদস্য)
৩। চেয়ারম্যান ৬নং বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ- (সদস্য)
৪। উপজেলা কৃষি অফিসার,বটিয়াঘাটা,খুলনা - (সদস্য সচিব)

সভার শুরুতে সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্যদের ধন্যবাদ জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সদস্য সচিবকে বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ পূর্বক কার্যপত্র অনুসারে বর্তমান সভার আলোচনা করার জন্য অনুরোধ জানান। অতঃপর সদস্য সচিব বিগত সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শোনান এবং কোন প্রকার সংশোধনী না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। অতঃপর তিনি বর্তমান সভার আলোচনা শুরু করেন।

আলোচনা-০১ বোরো ধানের পোকামাকড় দমন সংক্রান্ত

১.১ সদস্য সচিব ও উপজেলা কৃষি অফিসার মহোদয় সভায় জানান যে,অত্র উপজেলায় বোরো ধানের সার্বিক অবস্থা সন্তোষজনক। কিন্তু তাপমাত্রার তারতম্য ঘটলে যে কোন সময়ে পোকা মাকড়ের আক্রমণ হতে পারে । তবে বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ হলে ফসলের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। বাদামী গাছ ফড়িং এর বৈশিষ্ট্য হলো এরা সাধারণত ধান গাছের গোড়ার দিকে বসে গাছের রস চুষে খায় ফলে ধান ক্ষেত হঠাৎ করে শুকিয়ে যায়। তখন আর কিছু করার থাকে না। ছোট আকারের এ পোকা ধান গাছের গোড়ার দিকে থাকে বিধায় কৃষকেরা পোকার উপস্থিতি বুঝতে পারেন না। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তা পোকামাকড় সম্পর্কে অবহিত ও সতর্ক করে যাচ্ছেন। উপজেলা কৃষি অফিসার, উপজেলা কৃষি ও সেচ কমিটির সম্মানিত সকল সদস্যদের রোপা আমন ধানের সব ধরনের পোকা মাকড়ের আক্রমণের সতর্কিকরণে সহযোগিতা কামনা করেন। বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোচনান্তে সর্বসম্মতভাবে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত -০১

১.১ বোরো ধানের পোকামাকড়ের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষকদের সতর্ক করার জন্য সম্মানিত সকল জন প্রতিনিধিসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন ।

চনা -০২ ঃ তরমুজ ফসলে জৈব সার ও সুষম মাত্রায় সার ব্যবহারের জন্য কৃষকদের সচেতন করা।

২.এই উপজেলায় অধিক মূল্যের ফসল হিসাবে তরমুজ চাষের প্রসার ঘটে চলেছে। বিশেষ করে বটিয়াঘাটা,গংগারামপুর ও সুরখালী ইউনিয়নের কৃষকেরা আগ্রহের সাথে এ ফসলের চাষে এগিয়ে এসেছে। তরমুজ চাষের ক্ষেত্রে কৃষকেরা যাতে বেশী বেশী করে ভার্মি কম্পোস্ট ও সুষম মাত্রায় ব্যবহার করেন সে ব্যাপারে সহোযোগীতা করার জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,বটিয়াঘাটা, খুলনা মাঠ পর্যায়ে দলীয় আলোচনা, উঠোন বৈঠক, ক্যাম্পিং ইত্যাদির মাধ্যমে কৃষকদের সচেতন করে চলেছেন। তরমুজ চাষের ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের সহোযোগিতা করার সর্বসম্মতভাবে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত -০২

২. কৃষকেরা যাতে জৈব পদ্ধতিতে তরমুজ চাষের ক্ষেত্রে জৈব সার ও জৈব বালাই নাশক ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ হয় সে ব্যাপারে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের সকল কর্মকর্তাসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার স্থানীয় জন প্রতিনিধিদেরও কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

অতঃপর অন্য কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

নিতাই গাইন
সভাপতি
উপজেলা কৃষি ও সেচ কমিটি
ও
ভাইস চেয়ারম্যান ,উপজেলা পরিষদ,
বটিয়াঘাটা,খুলনা।

স্মারক নং ঃ১২.১০.০০০০.১২০.৯৯.০১৩.২০১৯/ ২৪৭ (৫) তারিখ ঃ ০৩/০৩/২০২২ খ্রিঃ

সদয় অবগতির নিমিত্ত অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-
১। চেয়ারম্যান,উপজেলা পরিষদ,বটিয়াঘাটা,খুলনা।
২। উপজেলা নির্বাহী অফিসার, বটিয়াঘাটা,খুলনা।
৩। ভাইস চেয়ারম্যান(মহিলা),উপজেলা পরিষদ,বটিয়াঘাটা,খুলনা।
৪। চেয়ারম্যান, ৩ নং গংগারামপুর ইউনিয়ন পরিষদ, বটিয়াঘাটা,খুলনা।
৫। চেয়ারম্যান, ৬ নং বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদ, বটিয়াঘাটা,খুলনা।

উপজেলা কৃষি অফিসার
বটিয়াঘাটা,খুলনা।